গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৪.৯৯.০২৫.২০১৫ - ৫৭৯ তারিখ: ০৪/০৮/২০২২ খ্রি.

জরুরি নোটিশ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারীগণের করণীয় ও বর্জনীয় নির্ধারণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬ প্রণয়ন করে। এ নির্দেশিকার ৯ ধারা অনুযায়ী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রকাশ করা যাবে না মর্মে উল্লেখ রয়েছে;

ক) জাতীয় ঐক্য ও চেতনার পরিপন্থী কোনরকম কন্টেন্ট;
খ) কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে এমন বা ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপন্থী কোন কন্টেন্ট;
গ) রাজনৈতিক মতাদর্শ বা আলোচনা-সংশ্লিষ্ট কোন কন্টেন্ট;
ঘ) বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্যমূলক বা হেয় প্রতিপন্নমূলক কন্টেন্ট;
ঙ) কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রকে হেয় প্রতিপন্ন করে এমন কন্টেন্ট;
চ) লিঙ্গ বৈষম্য বা এ সংক্রান্ত বিতর্কমূলক কোন কন্টেন্ট;
ছ) জনমনে অসন্তোষ বা অপ্রীতিকর মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন বিষয়।

তদুপরি দেখা যাচ্ছে, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কতিপয় সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুকে তাদের ব্যক্তিগত ওয়ালে ও বিভিন্ন গ্রুপে সহকর্মী, অধ্যক্ষ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিষয়ে অশোভন, অনৈতিক, শিষ্টাচার বহির্ভূত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করছেন। এতে শিক্ষা ক্যাডার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮, সরকারি চাকরি আইন-২০১৮, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৬-এর পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের যে সকল সদস্য ক্যাডারের নাম ব্যবহার করে গ্রুপ খুলেছেন, সে সকল গ্রুপের সকল গ্রুপ এ্যাডমিন-কে গ্রুপে কন্টেন্ট/পোস্ট অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারি আইন/বিধি প্রতিপালনের নির্দেশনা প্রদান করা হলো। বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন সে সব প্রতিষ্ঠান প্রধান নির্দেশিত বিষয়টি মনিটরিং করবেন এবং বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কোন সদস্য বা কোন ব্যক্তি কারো কন্টেন্ট/পোস্ট-এ সংক্ষুব্ধ হলে কন্টেন্ট/পোস্ট প্রদানকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রমাণকসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে আবেদন করবেন।

এমতাবস্থায়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাগণকে উল্লিখিত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। অন্যথায়, সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

০৪/০৮/২২
অধ্যাপক নেহাল আহমেদ
মহাপরিচালক
ফোনঃ ৯৫৫৩৫৪২

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)
ক্যাডার কর্মকর্তা--(সকল)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জৈষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়);

১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মহাপরিচালক (জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী / প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর);
৩। পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪। চেয়ারম্যান (বি.সি.এস. সাধারণ শিক্ষা, ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন এমন প্রতিষ্ঠান) সকল;
৫। প্রকল্প পরিচালক (বি.সি.এস. সাধারণ শিক্ষা, ক্যাডারের কর্মকর্তা প্রেষণে কর্মরত আছেন এমন প্রকল্প) সকল;
৬। পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অঞ্চল (সকল);
৭। অধ্যক্ষ, সরকারি কলেজ (সকল);
৮। উপরিচালক (কলেজ-১);
৯। সংরক্ষণ নথি।